চিত্তরঞ্জন ফিল্মস নিবেদিত

দেবতার দীপ

Monday.

সুন্দরলাল দুবের নিবেদন

চিত্তরঞ্জন ফিল্মসের

দেবতার দীপ

চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনা • **প্রভাত মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত ● **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

কাহিনী-সূত্র : ডঃ খগেন রায় ॥ চিত্রশিল্পী : অজয় মিত্র ॥ শব্দযন্ত্রী : সোমেন চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্য) বলরাম বারুই (বহির্দৃশ্য) ॥ সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ ॥ শিল্প-নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র ॥ রূপসজ্জা : সত্যেন ঘোষ ॥ দৃশ্য নির্মাণে : সুবোধ দাস ॥ পটশিল্পী : নবকুমার কয়াল, বলরাম চ্যাটার্জী ॥ স্থির চিত্র : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী ॥ পরিচয়-লিখন : শচীন ভট্টাচার্য ॥ গীতিকার : প্রণব রায় ॥ সঙ্গীতানুলেখন ও পুনর্শব্দযোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত অনুস্থতি : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ কর্মসচিব : শৈলেশ চন্দ্র পট্টনায়ক ব্যবস্থাপনা : শম্ভু মুখোপাধ্যায় ॥ প্রচার পরিচালনা : রবি বসু

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : কনক চক্রবর্তী, দীপক গাঙ্গুলী • চিত্র-শিল্পে : আশু দত্ত, শান্তি গুহ, পিন্টু দাশগুপ্ত • শব্দ গ্রহণে : সুশীল রায়, বাবাজী, বিষ্ণু পরিধা • রূপসজ্জায় : ভীম নস্কর ব্যবস্থাপনায় : পরেশ ভট্টাচার্য, খোকন দাস • আলোক সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ, সুনীল, রামদাস, রামবিলাস

• শিশু নৃত্যে লীলা লামার পরিচালনায় ইণ্ডিয়ান ডান্স্ টেম্পল এর ছাত্রীবৃন্দ •

● রূপায়ণে ●

মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, দীপ্তি রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, গীতা দে, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঃ চঞ্চল, মাঃ বাপী স্মিতা সিংহ, মাধুরী চক্রবর্তী, খগেন পাঠক, রসরাজ চক্রবর্তী, ঋষি ব্যানার্জী, মণি শ্রীমানী, মাঃ সুমন, মাঃ দেবাশীষ, অমর, করুণেন্দু, শঙ্কর, স্বপ্না, অরুণা, শীলা ও আরও অনেকে

● নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে শিপ্রা বসু, হ্যাপি চৌধুরী, তারা মুখার্জী ও চিত্ত মুখার্জী ●

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

হীরাকুঁদ প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষ • সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার (সম্বলপুর) ফরেষ্ট অফিসার (সম্বলপুর) ● হস্‌পিটাল এপ্লায়েন্সেস ● গু ইন এম্পোরিয়ম

বিশ্ব-পরিবেশক : টাস্ পিক্‌চার্স

কাহিনী

সম্বলপুরের কাছাকাছি এক চিলতে ছোট্ট শহর দেবগড়ে রিক্তার মা-বাবা যেদিন একই সঙ্গে দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, সেদিন মা-র বন্ধু মাসীমা ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন সাদরে, সস্নেহে। মাসীমা বিধবা, কিন্তু বড় লোক। তাঁর একটি মাত্র ছেলে বুলি। সেই দশ বছর বয়স থেকে রিক্তা বুলির সঙ্গে বড় হয়ে উঠল ভাইবোনের মত। বুলিকে রিক্তা ভাই ছাড়া কখন কিছু ভাবেই নি।

যেদিন নিজের অজান্তেই রিক্তা তার দাদা বুলির বন্ধু অনুপমকে ভালবাসল, সেদিন মাসীমা ঘোর আপত্তি তুললেন আর বুলির সঙ্গে রিক্তার বিয়ে দেওয়ার যে ইচ্ছা গোপন ছিল, সেটাও তাকে জানিয়ে দিলেন। রিক্তা যেন আকাশ থেকে পড়ল। যাকে সে এক যুগ ধরে ভাই বলে জেনেছে তার সঙ্গে বিয়ে? এ কখনও হয়, না হয়েছে? মাসীমা রাগ করলেন, দুঃখ করলেন, অপমানও করলেন। রিক্তা মুখ বুজে সব সহ্য করল। আর তিক্ততায় জীবনটা ভরে উঠল। তখন মাসীমার আশ্রয় ছেড়ে যাওয়ার আগে সে গিয়ে দাঁড়াল অনুপমের কাছে। অনুপম সানন্দে গ্রহণ করলো রিক্তাকে। বুলি মনের আনন্দে এই বিয়েতে সায় দিল, কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ মা দিলেন অভিশাপ।

সম্বলপুরে গিয়ে অনুপম বাসা বাঁধল। ছোট শহরে ছোট খাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সে প্রধান পরিচালক আর পাহাড়ের কোলেই তাদের ছোট্ট বাড়ি। 'ভাল-বাসা'।

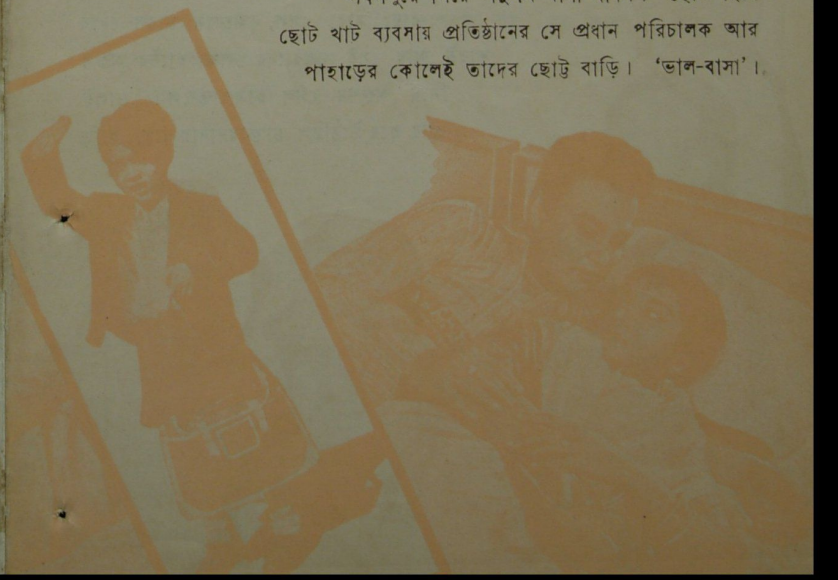

সেখানে থাকবার মধ্যে আছে প্রকৃতির অসীম ঔদার্য, রিক্তার অপরিসীম ভালবাসা আর অনুপমের দাদার বন্ধু ডাক্তার বিমল রায়। ওদের ঠিক দাদারই মতন। দেখতে দেখতে ওদের ছোট্ট সংসারের দুকূল ছাপিয়ে এল ফুটফুটে ছেলে রাণা। তার জন্মের সময় মাসীমার অভিশাপের প্রথম পদক্ষেপ শোনা গেল, রিক্তা আর দ্বিতীয় সন্তানের জননী হতে পারবে না। অভিশাপ যে একতরফা চলে না, সেটাও সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল। রিক্তা চলে যাওয়ার পরই মাসীমা প্রকাণ্ড বড়লোকের মেয়ে লীনার সঙ্গে বিয়ে দিলেন বুলির। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেল সে বিয়ের মাঝে ফাটল ধরেছে।

রাণা বড় হল। সংসারটা ঐ ছোট্ট ছেলের আনন্দ উচ্ছ্বাসে টলমল করে উঠল। দেখতে দেখতে রাণা একদিন স্কুলেও ভর্তি হল। আনন্দ সমারোহে রিক্তার জীবন যেদিন কানায় কানায় ভরে উঠেছে, সেদিন মাসীমার অভিশাপ নতুন করে দেখা দিল, এবার আরও একটা আঘাত হয়ে। রাণার সপ্তম জন্মবার্ষিকীর উৎসবে যখন রিক্তা আসর সাজাচ্ছে, তখন স্কুলের নীচে গাড়ীর দুর্ঘটনায় মারা গেল রাণা।

বুলির জীবনেও তার ছায়া পড়েছে। লীনা তার ছোট্ট শিশুকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। বুলির সঙ্গে সে আর থাকবে না।

রাণা মারা গেল, অনুপম ভাবল দোষ তারই আর সেই অপরাধের বোঝা হার্টের অসুখ নিয়ে অনুপম গেল হাসপাতালে। ভালই প্রায় হয়ে উঠেছিল ডাক্তারদাদার যত্নে, বাড়ি ফেরাও ঠিক হয়েছিল, কিন্তু অভিশাপের আগুন তখনও নেভেনি। যে বিকেলে বাড়ি যাবে সেই সকালে মাসীমার অভিশাপ চরম আঘাত হয়ে দেখা দিল রিক্তার জীবনে। অনুপমও মারা গেল।

সব পেয়েও সব হারানো রিক্তা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পথে রাণার স্কুলটা শেষবারের মতন দেখবার জন্য গাড়ি থেকে নামল। শূন্য স্কুল, কিন্তু স্মৃতির সৌধ। যখন চলে আসছে তখন দেখা হল বড়মার সঙ্গে। তিনি সর্বত্যাগী, সেবার ধর্মে দীক্ষিতা। তাঁর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে রিক্তা এখানেই রয়ে গেল, ওদেরই অনাথ-আশ্রমের কাজে। অগণিত অনাথ শিশুর মাঝে রিক্তার জীবন আবার নতুন করে ভরে উঠল। কিন্তু বিপদ ঘটাল সন্দীপ। সে হঠাৎ ওকে বলে বসল, "দিদিমণি, তুমি আমার মা হবে?"

সন্তানহারা জননীর বুকে ছোট্ট অনাথ শিশুর 'মা' ডাকটা কোথায় গিয়ে বাজে, তা শুধু সর্বহারা মা-ই জানে। রিক্তার হঠাৎ মনে হল সে যেন তার হারানো রাণাকে নতুন করে খুঁজে পেয়েছে।

এই নিয়েই বড়মার সঙ্গে লাগল সংঘাত। রিক্তা ক্ষেপে উঠল, বললে, "আমি নারী, আমি মা, আমি শিশুকে বুকে করে মাতৃত্ব জেনেছি। মা-র চেয়ে বড় ভালবাসা পৃথিবীতে নেই, হয়নি, হয় না।" এই সব পেয়ে সব হারানো আর সব হারিয়ে সব পাওয়ার মাঝে সংঘাতে সংঘাতে স্পষ্ট হয়ে উঠল জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য……মায়ের ভালবাসা বড়, কিন্তু তার চেয়েও বড় ভালবাসা আছে……

প্রশ্ন হ'ল, সেটা কী?……

গান

(১)

নিরালায় এ বিজনে, তুমি আমি দুজনে,
এ জীবনে এই শুধু চেয়েছি,
আমার স্বর্গ খুঁজে পেয়েছি।
মনে হয় এই বনছায়,—
কতবার মিলেছি যে তোমায় আমায়,
কত ফাগুন দিনে কত বাদল রাতে
দুটি পাখীর মত গান গেয়েছি।
শুধু তোমারি দুটি চোখে দেখেছি আমি
সুন্দর,
ভালবাসা মনে মনে বাঁধে খেলাঘর।
আজ কিছু নেই তো চাওয়ার,
তুমি যে আমার তাই সবই আমার।
কত জনম ধরে মোরা এমনি করে
ভরা সুখের স্রোতে তরী বেয়েছি।

(২)

আয় ঘুম আয়রে, ঘুম আয় ঘুম আয়।
আকাশের কোল থেকে মা-র কোলে এসে
চাঁদ ঘুম যায়।
ঘুমপরী আয়রে, জাদুকরী আয়রে,
স্বপনের পাখা মেলে নিশি জ্যোছনায়,
ঘুম দিয়ে যা।
দুষ্টু এ দুটি চোখে চুপি চুপি এসে
চুম দিয়ে যা।
স্বরগের ফুল রে, মায়ার পুতুল রে,
দেবতার দীপ হয়ে এই খেলাঘর
আলো করে থাক।
চঞ্চল ফাগুনের হাসি গানে গানে
তুই ভরে রাখ।

(৩)

ফুল হয়ে ফুটবো আজ ফুলবনে
গাইবো গান নাচবো আজ ভাইবোনে।
মন যেন মেলতে চায় দুই পাখা,
নীল আকাশ রামধনু রঙ মাখা,
আয় না ভাই রঙ ছড়াই দুইজনে।

হাঁউ মাউ হাঁউ মাঁউ হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ।
(কে তুমি ?)
আমি রাক্ষস কুমার খোক্ষস কুলীন
বংশে জন্ম,
হস্তী গণ্ডার সিংহ খাওয়াই আমার ধর্ম,
মানুষ খাওয়ার লোভটা, কদ্দিন সামলে
রাখবো
(আজ) জুটলো যখন ভাগ্যে তোরেই
আজকে চাখবো।
দাঁড়াও তুমি একটু দাঁড়াও ওগো ভয়ঙ্কর,
বলো আমার খুশীর মেলায় আনলে
কেন ঝড়,
(আমার) ভাইকে ছেড়ে দাও (তুমি)
আমায় নিয়ে যাও,
ভাই ছাড়া মোর আর তো সাথী নাই,
আমার দুঃখে ফুলের চোখে কান্না
ঝরে তাই।
আর কেঁদো না লক্ষ্মী সোনা বোনটি,
বুঝেছি তোর ফুলের মত মনটি।
আমি নইকো ভয়ঙ্কর, এ যে আমার ছল,
ভাইকে দিলাম ছেড়ে এবার মোছ
চোখের জল।

(৪)

রাজকন্যা আনতে কুমার গেল দেশান্তরে।
তাই না দেখে রাণীর মনে আনন্দ না ধরে।
সাদা পক্ষীরাজে চড়ে,
কুমার গেল সোনার মুকুট পরে,
কত নদী পাহাড় বন—উপবন ফেলে
তেপান্তরে হারিয়ে গেল সেই সে
রাজার ছেলে।
রাণী তবু আশায় আশায় প্রদীপ
জ্বালে ঘরে।
দিনের পরে দিন চলে যায় কুমার ফেরে না
বুঝি পথের হল ভুল—
রাণীর মুখে নেইকো হাসি
মালঞ্চে নেই ফুল।
(তার পরে) সেদিন ঘুম ভাঙানো ভোরে
মালঞ্চে ফুল ফুটলো নতুন করে।
রাজপুরীতে আবার বাঁশী বাজে
রাজকন্যা নিয়ে কুমার এলো নতুন সাজে।
সুখে তখন রাণীর চোখে পলক নাহি পড়ে
মায়ের কাছে এল কুমার অনেক
দিনের পরে।

এই গানগুলি N77067 ও 77068
এচ. এম. ভি. রেকর্ডে শুনুন।

আমাদের পরিবেশনায়
পরবর্তী ছবি

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

ছাড়পত্র

শ্রেষ্ঠাংশে
মাধবী
অনিল

প্রস্তুতির পথে

পরিচালনা প্রভাত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত রবীন চট্টোপাধ্যায়

বিজন ভট্টাচার্য্যের
কাহিনী অবলম্বনে

তপোভঙ্গ

টাস পিকচার্স

টাস পিকচার্স ১৭৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।